গ্রাম বাংলায় ইঁদুর ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

Rat management for Rural Communities Project

RIU Research Into Use

a DFID Funded Project

nr international

ভূমিকা

ইঁদুর মানুষের চিরশত্রু। ইঁদুর মানুষের(গ্রাম্যপরিবারের) তিনভাবে ক্ষতি করে থাকে : প্রথমতঃ মাঠের কৃষি শস্য খেয়ে ও কেটে; দ্বিতীয়তঃ গুদামজাত খাদ্যশস্য খেয়ে, নষ্ট ও কলুষিত করে; তৃতীয়তঃ মানুষসহ পশুপাখির মারাত্মক রোগজীবাণু বহন ও বিস্তার ঘটিয়ে। ইঁদুর স্তন্যপায়ী, সর্বভুক, ক্ষতিকর, নিশাচর মেরুদন্ডী প্রাণী। সারা পৃথিবীতে ২৭০০টি ইঁদুর জাতীয় প্রাণী আছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ১১টি প্রজাতির ইঁদুর সনাক্ত করা হয়েছে। ইঁদুর যে কোন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে খুব দ্রুত বংশবিস্তার করতে পারে। ১ জোড়া ইঁদুর বছরে ৩০০০ টি ইঁদুর জন্ম দিতে পারে। ১৯৬৭ সালের হিসাব অনুযায়ী ইঁদুর সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৩৩ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য নষ্ট করে। যাহা খেয়ে অন্তত ২৫-৩০ টি গরীব দেশের মানুষ অনায়াসে বাঁচতে পারে। আমাদের গবেষণা এলাকায়, ইঁদুর দ্বারা মাঠে ধান ফসলের ক্ষতির পরিমান কৃষকের মতে শতকরা ৮-১২ ভাগ এবং গবেষকদের মতে শতকরা ৪-৬ ভাগ। গুদামে রক্ষিত ধানের ক্ষতির পরিমাণ কৃষকদের মতে শতকরা ৭-১০ ভাগ। ইঁদুর তার মুখের লালা, প্রসাব পায়খানা ও পশম দ্বারা বিভিন্ন রোগজীবাণু (যেমন প্লেগ, লেপ্টোস্পাইরোসিস, সালমোনেলোসিস ইত্যাদি) ছড়ায়। এ সমস্ত রোগজীবাণু দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হলে মৃত্যুর মুখে পতিত হতে পারে। সম্প্রতি চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলা সমূহে ইঁদুরের ব্যাপক আক্রমণ দেখা দিয়েছে। জুম ও অন্যান্য ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ফেলেছে। উক্ত এলাকায় খাদ্যের অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে। ইঁদুরের সমস্যা সমাধানে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। এটা ঠিক যে, ইঁদুরকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হবে না তবে, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা প্রয়োগ/ ব্যবহারের মাধ্যমে এদের সংখ্যা অন্তত কমিয়ে মূল্যবান ফসল সহ অন্যান্য জিনিসপত্র রক্ষা করে খাদ্যাভাব দূর করার চেষ্টা করতে হবে যাহাতে প্রকল্প এলাকা সহ বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়।

ইঁদুরের বিভিন্ন প্রজাতির পরিচিতি

গবেষকদল কর্তৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইঁদুরের যে সকল প্রজাতি সনাক্ত করেছেন সেই সকল ইঁদুরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এতদসঙ্গে আলোচনা করা হলোঃ

মাঠের বড় কালো ইঁদুর ঃ (*Bandicota indica*)

এই ইঁদুর আকারে বড় এবং হিংস্র। ওজন প্রায় ৫০০-১০০০ গ্রাম হয়। ইঁদুরের রং কালচে ধুসর বা তামাটে বর্ণের। মাথা ও শরীরের মোট দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজ কিছুটা খাটো। লেজ বেশ মোটা, লেজের রিং গুলো স্পষ্ট, পিছনের পা বড়, চওড়া ও পায়ের পাতার নিচের দিকে কালো। এরা সাতারে পটু, গর্তে বাস করে, গর্ত ৮-১০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এরা ৫-৭ বার এবং প্রতিবারে ৮-১০টি বাচ্চা জন্ম দিতে পারে। এদের গর্ভধারণ কাল ২১-২৫ দিন, ১৮-২২ দিনে এদের বাচ্চাদের চোখ ফোটে এবং বাচ্চারা ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত স্তন পান করে। স্তন সাধারণত ৬ জোড়া। বাচ্চাদের বয়স ৩ মাস পূর্ণ হলেই এরা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। এরা সাধারণত মাঠে ধান ফসলের বেশী ক্ষতি করে।

মাঠের কালো ইঁদুর ঃ (*Bandicota bengalensis*)

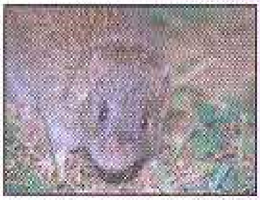

এই ইঁদুরগুলো কালচে ধুসর কিংবা তামাটে বর্ণের। মাথা ও শরীরের মোট দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজ কিছুটা খাটো। এরা সতারে পটু এবং গভীর পানির ধানের ব্যপক ক্ষতি করে। গর্ত তৈরী করে বসবাস করে। গর্ত ৮-১০ মিটার লম্বা এবং ৭০ সেঃমিঃ পর্যন্ত গভীর করতে পারে। ধানের কুশি কেটে এবং শীষ বহন করে গর্তের সংরক্ষন কক্ষে সরবরাহ করে।তারা মাঠফসলের শতকরা ২.৫-১২ ভাগ ক্ষতি করে। স্ত্রী ইঁদুরের সাধারণতঃ ৭-৯ জোড়া স্তন থাকে কিন্তু ভারতে ১৪-১৭ জোড়া পর্যন্ত দেখা যায়। গর্ভধারন কাল ২১-২২ দিন। এরা সারাবছরই বাচ্চা জন্ম দিতে পারে, তবে বছরে ৫-৭ বার এবং প্রতিবারে ৬-১০ টি করে বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে। বাচ্চার ১৪-১৮ দিনে চোখ ফোটে, ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত স্তন পান করে এবং তিন সপ্তাহ পর থেকে শক্ত খাবার খাওয়া শুরু করে। তাদের বয়স তিন মাস পূর্ণ হলে বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।

বাঁশের ইঁদুর ঃ (*Cannomys badius*)

বাংলাদেশে শুধু মাত্র একটিই বাঁশের ইঁদুরের প্রজাতি দেখা যায় যেটা তামাটে বাঁশের ইঁদুর নামে পরিচিত। আকারে মাঠের বড় কালো ইঁদুরের মত তবে দেহের অংশ সাধারণত একই গঠনের, প্রসস্থ মাথা, খাটো পা, সামনের এবং পিছনের পায়ে শক্তিশালী নখর আছে। বিরাট ছেদন দাঁত এবং চোখ, কান ও লেজ দেহের তুলনায় ছোট। সারা শরীরে লালচে বাদামী পশম দ্বারা আবৃত। তবে লেজের পশম তুলনামূলকভাবে বিরিগু ও কম। বাচ্চার সংখ্যা ৩-৫টি, গর্ভধারণকাল কমপক্ষে ২২ দিন, জন্মের প্রায় ১০-১৩ দিন পর পশম গজায় এবং চোখ খুলে ২৪ দিনে। জন্মের ১-৩ মাস পর মাকে ছেড়ে যায়। সাধারণত ৪ জোড়া স্তন থাকে। প্রায় ৪ বছর বাচে। এরা গর্তেই বাস করে এবং সন্ধার প্রারম্ভে বাহির হয়ে বাঁশের ঘন বনজঙ্গলের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণ করে। সেখানে প্রধান খাদ্য হিসাবে বাঁশের কন্দ, মূল এবং ডগা খায়। এছাড়া পতিত ফল এবং মাঝে মাঝে তরমুজের নীচের অংশও খেয়ে থাকে। অন্যদিকে এরা ধান গাছ আক্রমন করে তুলে গর্তে নিয়ে যায়। এমনকি অল্প বয়স্ক রাবার সহ রোপনকৃত বৃক্ষের ক্ষতি করে থাকে।

গেঁছো ইঁদুর ঃ (*Rattus rattus*)

গেঁছো ইঁদুর সাধারণতঃ মাঝারী ধরনের, লম্বাটে, লালচে বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে। শরীরের নীচের দিকটা সাদাটে বা হালকা হলুদ বর্ণের। এদের পশম নরম এবং পিছনের দিকে কিছু কিছু পশম অন্যান্য পশমের চেয়ে লম্বা। মাথা ও শরীরের মোট দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজ লম্বা। লেজের সাহায্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এক গাছ থেকে অন্যগাছে সহজেই চলাচল করতে পারে। এই জাতের ইঁদুর গুদাম জাত শস্য, ঘরে রাখা খাদ্য শস্য, ফলমূল, তরি তরকারী ইত্যাদির বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। এরা মাটিতে গর্ত না করে ঘরের মাচায় বা উঁচু স্থানে গাছে বাসা তৈরী করে বংশ বৃদ্ধি করে। এদেরকে সাধারণতঃ মাঠে কম দেখা যায়, তবে বাড়ীর আশেপাশে, উঁচু এলাকায় ও নারিকেল জাতীয় গাছে বেশী দেখা যায়। এরা সারাবছরই বাচ্চা দিতে পারে। তবে এরা সাধারনতঃ বছরে ৭/৮ বার ও প্রতিবারে ৩-৬টি করে বাচ্চা প্রসব করে থাকে। এদের গর্ভধারকাল ১৮-২১ দিন।

Lead Organization : AID-COMILLA

Natural Resources Institute

সুশীলন Shushilan

urban

LDRO

Mukti

PromPT

Referance : ACIAR, Australia, Dr. Ken P.Aplin, Dr. Peter R. Brown, Dr. Jens Jacob, Dr. Charles J. Krebs & Dr. Grant R. Singleton
Krishi Katha Published by : Department of Agriculture Extension, Bangladesh
Rodent Research Team in Bangladesh : Dr. Steven R Belmain, NRI, University of Greenwich, UK, Dr. Nazira Q Kamal, Dr. Santosh Kumar Sarker, Mohammad Harun, Md. Nazmul Islam Kadry, Abul Kalam Azad, Rokeya Begum Shafali of AID-COMILLA

গ্রাম বাংলায় ইঁদুর ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
Rat management for Rural Communities Project

RIU Research Into Use

a DFID Funded Project

nr international

ছোট গেঁছো ইঁদুর ঃ (*Rattus exulans*)

ছোট গেঁছো ইঁদুর দেখতে অনেকটা বড় গেঁছো ইঁদুরের মতই। তবে কিছুটা লম্বাটে, লালচে বাদামী বর্ণের এবং আকারে গেঁছো ইঁদুরের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ছোট হয়ে থাকে (সাধারনত: ৫০-৭০ গ্রাম)। এদের পেটের পশম সাদাটে এবং লেজের দৈর্ঘ্য মাথা ও শরীরের তুলনায় লম্বা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ বছরে ৭/৮ বার এবং প্রতিবারে ৩-৬ টি করে বাচ্চা প্রসব করে থাকে। এদেরকে সাধারণত: মাঠে কম দেখা যায়, তবে বাড়ীর আশেপাশে, উঁচু এলাকায় ও নারিকেল জাতীয় গাছে বেশী দেখা যায়। এ জাতের ইঁদুর গুদাম জাত শস্য, ফল-মূল, তরি-তরকারী ইত্যাদির বিশেষ ক্ষতি সাধন করে।

হিমালয়ান ইঁদুর ঃ (*Rattus nitidus*)

এই ইঁদুরের পৃষ্ঠ দেশের পশম বাদামী এবং ক্রীম রঙের কিন্তু পেটের পশমের রঙ গোড়ার দিকে ধূসর বর্ণের। লেজ মাথা ও দেহের সমান হয় এবং লেজের উপরের অংশ কালো এবং নীচের অংশ ফ্যাকাশে বর্ণের। পিছনের পা লম্বা, সরু এবং ধবধবে সাদা লোমে আবৃত থাকে। ইহারা সাধারণত উঁচু ভূমি ও বনাঞ্চলে গর্ত করে বসবাস করে। ইহারা সাধারণত উঁচু ভূমির কৃষি ফসল যেমন- ধান, গম, ভূট্টা, গোলআলু এবং ফল বাগানের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে।

ঘরের বাত্তি ইঁদুর ঃ (*Mus musculus*)

ছোট আকারের এই ইঁদুরকে কোন কোন এলাকায় ঘরের বাত্তি ইঁদুর, কোথাও শইল্লা ইঁদুর বলে থাকে। কিন্তু কুমিল্লায় এই ইঁদুরকে বাত্তি ইঁদুর বলে। এই ইঁদুরের শরীর ও মাথার দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজের দৈর্ঘ্য কিছুটা বড় হয়। পিছনের পায়ের দৈর্ঘ্য সাধারনত: ১৪-১৮ সে:মি: এর মত এবং এদের ওজন পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় সাধারণতঃ ১৪-২৫ গ্রাম হয়। গায়ের পশম ছাই বা হালকা তামাটে বর্ণের, পেটের পশম খানিকটা হালকা ধূসর বর্ণের। এরা ঘরে বাস করে, ঘরে সংরক্ষিত খাদ্যশস্য, ঘরের জিনিসপত্র, কাপড় চোপড় এবং বই পুস্তক এর ক্ষতি সাধন করে। এরা সারা বছরই বাচ্চা জন্ম দিতে পারে তবে, সাধারণত: বছরে ৭-৮ বার এবং প্রতিবারে ৪-৬টি বাচ্চা প্রসব করে। স্ত্রী ইঁদুর প্রসবের ৪৮ ঘন্টা বা দুই দিনের মধ্যে পুনরায় গর্ভধারন করতে পারে। এদের বাচ্চাদের বয়স দুই মাস পূর্ণ হলেই এরা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।

মাঠের ছোট নেংটি ইঁদুর ঃ(*Mus booduga*)

ছোট আকারের এই ইঁদুর মাঠের নেংটি ইঁদুরের মতই। এই ইঁদুরের শরীর ও মাথার দৈর্ঘ্যের তুলনায় লেজের দৈর্ঘ্য কিছুটা বড় হয়। এরা সাধারণত মাঠে বাস করে। গায়ের উপরের দিকের পশম ধূসর ও পেটের দিক হালকা ধূসর বা সাদাটে ধূসর হয়। পশম ছোট এবং খুবই মসৃণ। মাঠের ছোট দানাদার ফসলের ক্ষতি করে থাকে। এরা মাটিতে গর্ত করে বাস করে। এদের গর্ত খুব ছোট এবং চিকন। অনেক সময় পোকার গর্ত বলে মনে হয়। এরা সারা বছরই বাচ্চা দেয়। এদের গর্ভধারণকাল ১৮-২১ দিন এবং স্ত্রী ইঁদুরের স্তন ৫ জোড়া। বাচ্চা প্রসবের ৪৮ ঘন্টার বা দুই দিনের মধ্যে স্ত্রী ইঁদুর আবার গর্ভধারন ক্ষমতা অর্জন করে। বাচ্চাদের বয়স দুই মাস পূর্ণ হলেই এরা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।

সাদা-দাঁত বিশিষ্ট্য ইঁদুর ঃ (*Berylmys bowersi*)

বেরিলমাইস প্রজাতি ফ্যাকাশে-ক্রীম অথবা সাদা এনামেলযুক্ত ছেদন দাঁতের জন্য স্বীকৃত। তাদের খাটো কুয়াশাপূর্ণ-ধূসর অথবা বাদামী ধূসর রঙের পৃষ্ঠদেশের পশম যা ধবধবে সাদা পেট হইতে তীক্ষ্ণভাবে সীমানা চিহ্নিত করে থাকে। লেজ সাধারণত মাথা ও দেহের চেয়ে লম্বা। নীচের তুলনায় উপরের অংশ সামান্য কালো হয় এবং অগ্রভাগ সোজা অথবা সমস্ত সাদা অংশের শেষ পর্যন্ত হয়। ইহারা সাধারণত উঁচু ভূমি ও বনাঞ্চলে গর্ত করে বসবাস করে। যেহেতু ইহারা বনে অবস্থান করে গর্তে বাস করে তাই ইহারা উঁচু স্থানের মাঠ ফসলসহ আশে পাশের ফলমূলের ক্ষতি করে থাকে।

আরও তথ্য জানার জন্য যোগাযোগ করুন

এইড-কুমিল্লা

গ্রাম ঃ রঘুপুর, ডাকঘরঃ রাজাপাড়া, ইউনিয়ন ঃ জগন্নাথপুর, উপজেলা ঃ কুমিল্লা সদর, জেলা ঃ কুমিল্লা।
টেলিফোন ঃ ০৮১-৬২৪৪৪, ০৮১-৭২০০৩ ফ্যাক্স ঃ ০৮১-৬২৪৪৪, ই-মেইল ঃ aidazad@btcl.net.bd
web page : www.aidcomilla.org

Natural Resources Institute

সুশীলন Shushilan

LDRO

Mukti

PromPT